দাসত্বের নোংরা রূপই হচ্ছে মানব পাচার

ক্যাথরিন ম্যাকনেল
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৩শে আগস্ট -- যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তা নেট হিলের মতে, বিশ্বব্যাপী মানব পাচার থেকে বছরে যে আনুমানিক ৮শ' কোটি ডলার আয় হচ্ছে -- তা "দাসত্বেরই সবচেয়ে নোঙরা একটি রূপের" লাভের আয়ে রঞ্জিত।

ইউএসএআইডি'র আরেক কর্মকর্তা লিন সল্‌স বলেছেন, মাদক এবং অস্ত্র ব্যবসার পর মানব পাচারই হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় লোভনীয় ও লাভজনক অবৈধ ব্যবসা। বিশ্বে প্রতি বছর আনুমানিক ছয় থেকে আট লাখ নারী, পুরুষ এবং শিশুর আন্তঃদেশীয় পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত ১০ই আগস্ট ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ওই দু'জন কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন।

হিল বলেন, মানব পাচারের সমস্যা হচ্ছে "আমাদের সময়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"

মানুষ পাচারের বিষয়টিকে "মানুষের মর্যাদার বিক্রি" হিসেবে অভিহিত করে হিল বলেন, ধনী দেশগুলোর অধিবাসীদের কাছে পতিতাবৃত্তি ও সস্তা শ্রমের চাহিদা না থাকলে এই মানব পাচারের বিষয়টিই ঘটতো না।

পাল্টা যুক্তিতে হিল বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার যদি পতিতাবৃত্তি ও সস্তা শ্রমের মতো কর্মকান্ডকে বৈধতা দিতো তাহলে উন্নত দেশসমূহে ও আন্তঃসীমান্তে "যৌন বাণিজ্য" হিসেবে পরিচিত পতিতাবৃত্তি তা কমে যেতো।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে ব্যাপক প্রমাণ রয়েছে যে, পাচারকারীরা তাদের শিকারদের এই বলে প্রতারিত করে থাকে যে, আইনগতভাবে প্রাপ্য বেতনের চাকুরি এবং "নতুন এক জীবনের" জন্য

তারা অন্য একটি দেশে যাচ্ছে। তাদেরকে এই ধারণা দেয়া হয়ে তাকে যে তাদেরকে এমন কাজ দেয়া হবে যা তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবে।

গত মার্চ মাসে "মানব পাচার: ইউএসএআইডি'র গৃহীত পদক্ষেপ" নামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে গত ২০০১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৭০টিরও অধিক দেশে মানব পাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের অবস্থার উপযোগী কর্মসূচিতে সহায়তা দিয়েছে।

২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র মানব পাচারের সমস্যা এবং পাচারের শিকারদের সমাজে পুনর্বাসন ও চাকুরি পেতে সহায়তা করার মত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব পাচার বিরোধী কর্মকান্ডে সহায়তা করার জন্য ২ কোটি ১৩ লাখ ডলার প্রদান করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই অর্থের মধ্যে ইউরোপ ও ইউরেশিয়ার দেশসমূহ ৭৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশসমূহ ৭৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার, এশিয়া এবং নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ ৩৪ লাখ ডলার এবং আফ্রিকার দেশসমূহ ২২ লাখ ডলার পেয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে বসবাসরত মহিলাদের জীবনের মানোন্নয়ন নিয়ে কাজ করা 'ইউএসএআইডি' অফিসে কর্মরত স্সের মতে, 'ইউএসএআইডি'র পাচার বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ স্থানীয় সরকার থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছে। পাচার হয়ে যাওয়া লোকজনদের নিজ দেশে নিরাপদে ফিরে আসা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য কিছু সংখ্যক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

'ইউএসএআইডি'র পাচার বিরোধী কৌশলের রূপরেখা সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রতিবেদন অনুসারে সংস্থার গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে রয়েছে শরণার্থীদের জন্য সহায়তা, মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস ও তাদের অধিকার সমুন্নত করা।

সল্স জানিয়েছেন, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের গৃহীত উদ্যোগসমূহে পুরুষদেরকে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পাচার-বিরোধী বার্তা প্রদানের জন্য জড়িত করেছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মানব পাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অর্থায়ন করছে।

তিনি বলেন, বিশ্বের মানব পাচারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মূল কারণই হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে যৌন ব্যবসা। তবে মানুষ পাচারের অন্যান্য শিকারদের ইটের ভাটায় কাজ করা,

চালের কারখানায় শ্রমিক, গৃহ পরিচারিকা, শিশু সৈন্য এবং উট দৌড়ের জকি হিসেবে কাজ করার জন্যও শ্রম দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট বুশ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টায় অর্থায়নের জন্য একটি আইনে স্বাক্ষর করেন। গত ২০০০ সালে এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। মানব পাচার প্রতিরোধ এবং পাচারের শিকার নারী, পুরুষ ও শিশুদের রক্ষার জন্য ঐ বিলে আগামী দু'বছরে ৩৬ কোটি ১০ লাখ ডলারেরও বেশী প্রদান করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত আরো তথ্যাদি usinfo.state.gor/gi/Archive/2006/Jan/11-`91763.html এ পাওয়া যাবে।

গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর বার্ষিক মানব পাচার প্রতিবেদনে মানব পাচারের উপর একটি বিশ্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে ইন্টারনেটের এই ঠিকানায় -- usinfo.state.gov/gi/Archive/2006/Jan/05-20237.html |

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা*।)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*